৩. মামা-ভাগনের চিড়িয়াখানা

প্রেমেন্দ্র

পড়ুয়ারা এই গল্পটির হাস্যরস উপভোগ করবে। তারা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারবে। ব্যাকরণে ওরা যা যা শিখেছে সেই সমস্ত উপাদানগুলি তারা প্রয়োজনমতো নিজেদের ভাষায় প্রয়োগ করতে পারবে।

বিজ্ঞান গবেষক মামাবাবু, গোয়েন্দা পরাশর বর্মা কিংবা ভূত শিকারী মেজোকর্তা—এদের কারো গল্প কি তোমরা পড়েছ? আচ্ছা, আরও একটু ধরিয়ে দিই। শ্রীঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদা-র গল্প নিশ্চয়ই পড়েছ। এই সবগুলো চরিত্রই একজন লেখকের তৈরি। তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। নীচের লেখাটিতে তাঁরই ছেলেবেলার কথা। পড়লেই বুঝতে পারবে, 'বড়োদের ছোটোবেলা' তোমাদের ছোটোবেলার চাইতে মোটেও তেমন আলাদা কিছু নয়।

ভাঁড়ার ঘরের একটা শেল্‌ফে বড়ো একটা কাচের জার আমি তাক করে রেখেছি। কোনো এক ফাঁকে সেইটে সরিয়ে ফেলতেই হবে। ছোটোবড়ো অনেকগুলো কাচের শিশি ইতিমধ্যে জোগাড় হয়েছে। কিন্তু বড়ো কাচের বোয়েমটা না হলে সব মজা মাটি।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, আমি আর আমার সমবয়সি বীরু মামা মিলে তখন একটি চিড়িয়াখানা বানাব ঠিক করে ফেলেছি।

কলকাতা শহর তখনও দেখিনি। কিন্তু কলকাতার চিড়িয়াখানার সুখ্যাতি আমাদের বেশ একটু চঞ্চল করে তুলেছে। কলকাতার মতো একটি চিড়িয়াখানা কী আমরা বানাতে পারি না। কী আর অমন শক্ত!

কয়েকটি শিশিতে খুদে লাল কালো সুড়সুড়ে ডেঁও কাঠপিঁপড়ে ও দু'তিন জাতের ফড়িং ভরে ফেলা হয়েছে। একটা হলদে বোলতা কুয়োতলায় জলের ওপরে বসতে গিয়ে বেকায়দায় আমাদের হাতে বন্দি হয়েছে। বাঘের

Scanned with CamScanner

অভাবে বাসার মেনি বেড়ালটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি। নিজেদের বাড়িতে কোনো কুকুর নেই। কিন্তু আশা আছে সিংহের বদলি বেওয়ারিশ কোনো একটা কুকুর শিগগিরই জোগাড় করতে পারব।

আমার মামার উৎসাহ যেমন প্রচুর, তেমনি বুদ্ধি খাটিয়ে রোজই নতুন কিছু একটা করে ফেলার প্রতিভাও দেখবার মতো। বিষধর সাপের বদলে কয়েকটা কেঁচো দিয়ে যে অনায়াসে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় এ বুদ্ধিও তার মাথায় খেলেছে। একটা শিশির মধ্যে তারাও আমাদের চিড়িয়াখানার শোভাবর্ধন করছে।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে মামার একেবারে আনকোরা নতুন মতলব নিয়ে। ইঁদুরের উপদ্রবে ক'দিন ধরে ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর-ধরা-কল পাতা হচ্ছিল। ইঁদুর যদি একটা কলে ধরা পড়ে—এবং ধরা নিশ্চয় পড়বেই, তাহলে আমাদের চিড়িয়াখানায় অমন একটা পরমাশ্চর্য প্রাণী থাকবে না, তা হতেই পারে না। কিন্তু তাকে রাখব কোথায়? যে-সব ওষুধের শিশি আমরা নানা ফিকিরে জোগাড় করেছি, সেগুলোর গলা এত সরু যে তা দিয়ে আস্ত একটা জ্যান্ত ইঁদুর কিছুতেই ভেতরে গলানো যাবে না। আর, ইঁদুরের উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজতে গিয়েই ভাঁড়ার ঘরের বোয়েমটির দিকে আমাদের নজর পড়েছে।

তক্কে তক্কে থাকি। সুযোগও মিলে গেল একদিন। ভাঁড়ার ঘর থেকে চাল যা বের করবার করে ডাল নিয়ে মা সবে গেছেন রান্নাঘরে। ভাঁড়ার ঘর খোলা। বাইরের দরজাতেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এই ফাঁকে চট করে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে কাঠের একটা সিন্দুকের ওপর দাঁড়িয়ে কাচের বোয়েমটি পেড়ে নিয়ে দিলাম বাইরে চম্পট। তার পরই বাধল মুশকিল। এই বোয়েম নিয়ে এখন যাই কোথায়? বোয়েমটা যে ছাই এত ভারী তাই কি জানা ছিল। মামা আমার আগে থাকতেই বাইরে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে এই রকম কথা ছিল। কিন্তু এদিকে-ওদিকে কোথাও তার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো রকমে পেটের ওপর সেই ঢাউস বোয়েম জড়িয়ে ধরে আমি হতাশভাবে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছি। এমন সময় দেখি আমাদের বাড়ির কাজের লোক লালজিয়া বাজার থেকে তরিতরকারি কিনে আমার দিকেই আসছে।

SHILA BANDOPADHYAY M
Krish
AC

আমাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ওটায় কী আছে, খোকাবাবু?'

হাতেনাতে ধরা পড়ে তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। যতখানি সম্ভব দেখিয়ে বললাম, 'কী, দেখতে পাচ্ছ না? কাচের বোয়েম।'

লালজিয়া অনেককালের পুরানো লোক। আমার মা'কেই সে ছেলেবেলায় মানুষ করেছে। সুতরাং এরকম একটা ধমক খেয়েও কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে বললে, 'তা তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কাচের বোয়েম তুমি পেলে কোথায়, নিয়ে যাচ্ছই বা কোনখানে?

'যেখানে খুশি যাচ্ছি, তোমার কী?'

'আচ্ছা চলো তাহলে মা'র কাছে', বলে লালজিয়া

Scanned with CamScanner

বমাল চোরকে অবলীলাক্রমে কোলে তুলে নিয়ে একেবারে মা'র কাছে গিয়ে হাজির হল। পৃথিবীর আশ্চর্যতম চিড়িয়াখানার অন্যতম মালিকের হাত-পা ছোঁড়া, চিৎকার প্রভৃতির কোনো মূল্যই তার কাছে নেই দেখা গেল।

মা সব শুনে তো অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কী রে! ওটা নিয়ে যাচ্ছিলি কোথায়!'

সমস্ত রাগ তখন আমার মামার ওপর গিয়ে পড়েছে। এমন একটা বিপদের মুহূর্তে সে কী না একেবারে গা-ঢাকা দিলে! গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যে অম্লান বদনে বিশ্বাসঘাতকতা করে বললাম, 'মামা নিতে বলেছিল।'

'কে বলেছিল, বীরু?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ইঁদুর রাখবে বলে।'

'বোয়েমে ইঁদুর রাখবে কী রে!'

এই না বলেই সকলের সে কী হাসি! এ-কথায় এত হাসির যে কী থাকতে পারে তা সত্যি আমার বুদ্ধির অতীত। বাড়িসুদ্ধ সবাই হেসেই খুন। হাসির তোড়ে আমার শাস্তিটা ভেসে গেল বটে কিন্তু আমি তাতে খুব খুশি হলাম কেউ যেন তা মনে না করে। এত বড়ো একটা পরিকল্পনার এমন অপমানের চেয়ে দুটো কানমলা খাওয়া আমার কাছে ঢের ভালো ছিল।

Scanned with CamScanner

ভাঁড়ার ঘর—চাল ডাল বা অন্যান্য খাবার জিনিস যে ঘরে সঞ্চিত থাকে

ভাণ্ডার—ভাঁড়ার

শেল্‌ফ—তাক। যাতে জিনিসপত্র রাখা হয়। shelf

জার—বয়ম বা বোয়েম। বড়ো মুখওয়ালা বোতলবিশেষ। jar

তাক—এখানে মানে, লক্ষ করে রাখা। অন্য মানে : ১. শেল্‌ফ অর্থে জিনিসপত্র রাখার তাক। ২. হতবুদ্ধি হওয়া—ম্যাজিক দেখে তাক লেগে গেছে। ৩. টিপ — পাখিটাকে তাক করে আছি।

চিড়িয়াখানা—চিড়িয়া মানে পাখি। কিন্তু চিড়িয়াখানা বললে বুঝতে হবে, যে-বাগানে জনসাধারণকে দেখাবার জন্য জীবজন্তু পশুপাখির সংগ্রহ রাখা হয়। zoological gardens, সংক্ষেপে zoo

কাঠপিঁপড়ে—বড় কালো পিঁপড়ে

কুয়োতলা—যেখানে থেকে কুয়োর জল তোলা হয়, তার চারপাশের জায়গা

বেকায়দা—অসুবিধাজনক। ফারসি শব্দ বে + আরবি শব্দের কায়দা মিলে তৈরি

মেনি বেড়াল—বেড়াল পুংলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গ বেড়ালি। বেড়ালির আদরের ডাকনাম মেনি বেড়াল। হুলো বেড়াল — মেনি বেড়াল—এরকমও বলা হয়

বেওয়ারিশ—মালিক ও দাবিদার নেই এমন। ফারসি বে + আরবি ওয়ারিশ

শোভাবর্ধন—সৌন্দর্য বাড়ানো

ফিকির—ছল, কৌশল। আরবি শব্দ

গলানো—সরু জায়গার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করানো অন্য মানে— তরল করা

তক্কে তক্কে—সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকা

চম্পট—পালানো, সরে পড়া

ঢাউস—খুব বড়ো

মরিয়া হয়ে—বেপরোয়া হয়ে

অবলীলাক্রমে—অনায়াসে, অতি সহজে

অম্লান বদনে—বিনা সংকোচে, বিনা দ্বিধায়

আনকোরা—একেবারে নতুন

বিশ্বাসঘাতকতা—যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে, সে অবিশ্বাসের কাজ করেছে

Scanned with CamScanner